



রোয়ার সওরটি

৭০

মাসয়ালা - মাসায়েল

সংকলনে : মুহাম্মদ সলেহ আল - মুনাজেজ সহ
ভাষাগতরে : সরদার মুহাম্মদ জিয়াউল হক

৭০

مسألة في الصيام

إعداد الشيخ : محمد بن صالح العثيمين
ترجمة : سردار محمد شفیع الحق

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

جدة - طريق مكة القديم - كيلو ١٢ خلف مصرف الراجحي م: ٠٢-٣٨٨٧٩٤٢ ف: ٠٢-٣٨٨٧٩٤٢ م: ٠٢-٣٨٨٧٩٤٣

فاكس: ٠٢-٣٩٨٦٣٣٣ (القسم التسالي) : ٠٢-٣٧٧٦٣٣٣ (رقم الكتاب العام) : ٠٢-٣٧٨٦٣٣٣

مصرف الراجحي

রোয়ার সত্ত্বাটি

৭০

মাসয়ালা - মাসায়েল

সংকলনে : মুহাম্মদ সলেহ আল - মুনাজ্জেদ
ভাষান্তরে : সরদার মুহাম্মদ জিয়াউল হক

سبعين سَالَةَ فِي الصِّيَامِ
(باللغة البنغالية)

إعداد / الشيخ محمد صالح المنجد
ترجمة / سردار محمد ضياء الحق

অফিসনামঃ ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস, রাউধাহ
The Cooperative Office for Call & Guidance at Rawdhah Area.

P.O. Box No- 87299. Riyadh - 11642. K.S.A.
Tel. 4918051. Fax - 4970561.

অনুবাদকের কথা

ইসলামের পৌঁছি শুভের একটি হল রমায়ান মাসে
সিয়াম পালন করা। এই মাসেই মহাফিজ আল - কুরআন
নাখিল হয়। সওম বা রোয়া তাকওয়া - পরহেযগারীর
সর্বত্তম বাহন। মহান আল্লাহ মুমিন - মুসলমানদেরকে দুর্বল
করার জন্য মাস ব্যাপী রোয়া ফরয করেননি। রমায়ান মাসে
বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সর্ব শক্তিমান আল্লাহর
বাচ্দারাই বিজয় লাভ করে। ঈমানদারগণ আল্লাহর কোন
বিধানকেই অকল্যান্তর মনে করে না।

সিয়াম বা রোয়া প্রসংগে জাতব্য অনেকগুলো
জরুরী মাসয়ালা - মাসায়েল; কুরআন - হাদীস ও বৃগত্বে
আলেমগণের ফতওয়ার উপর ভিত্তি করে

“سبعون مسألة في الصيام” “প্রণয়ন করেছেন সৌদী
আরবের বিশিষ্ট আলেম সম্মানীত শায়খ মুহাম্মদ সলেহ
আল-মুনাজেদ। আরবী “সাবাউনা মাসয়ালা ফিল্স
সিয়াম” এর বংগানুবাদ “রোয়ার সন্তুষ্টি মাসয়ালা -
মাসায়েল” বাংলা ভাষী পাঠকদের বিদমতে পেশ করতে
পেরে আল্লাহর শক্তিরিয়া আদায় করছি। আসল পুত্তিকার
সংক্ষিপ্ত সংক্রান্তে পুরো সন্তুষ্টি মাসয়ালার উত্তোলন নেই।
এটি সংক্ষিপ্ত সংক্রান্তেই অনুবাদ সুতরাং এখানেও সেগুলো
আলোচনা করা হয়নি। তবে পুত্তিকার নামের সাথে সংগতি
রেখে বিবৃত মাসয়ালা সমূহকে সংখ্যানুপাতে বিনজ্ঞ করে ৭০
টি পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

উত্তোল্য যে, এটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বিত্তীয়
সংক্রান্ত। অনুবাদ, মুদ্রণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজে যারা
সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আভ্যন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করছি। আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে সহীহ-গুরুত্ববে
ইবাদত - বন্দেগী করার তৌফিক দিন। আমীন।

বিষয় সূচী

ক্রমিক

	পৃষ্ঠা
০১। ভূমিকা	৫
০২। সিয়াম বা রোয়ার অর্থ	৬
০৩। সিয়ামের শরণী হকুম	৬
০৪। সিয়ামের ফায়িলত	৭
০৫। সিয়ামের কতিপয় ফায়েদা বা উপকারী বৈশিষ্ট্য	৮
০৬। সিয়ামের কিছু আদব ও নিয়ম কানুন	৯
০৭। এই মাসে বিশেষ ভাবে যা করণীয়	১৩
০৮। সিয়ামের কিছু হকুম - আহকাম	১৫
০৯। সিয়াম কার উপরে ফরয (বাধ্যতামূলক)	১৬
১০। রমায়ান মাসে সফর বা ত্রুটি প্রসংগ	১৮
১১। রমায়ান মাসে রুগ্ন বা অসুস্থদের বিধান	২০
১২। বয়োবৃক্ষ অচল - অক্ষমদের জন্য রোয়ার বিধান	২৩
১৩। সিয়ামের নিয়ত প্রসংগ	২৪
১৪। রোয়া ও ইফতারের সময় - কাল	২৬
১৫। সিয়াম বা রোয়া ভঙ্গের বর্ণনা	২৮
১৬। নারীদের সিয়ামের কিছু হকুম - আহকাম	৩৭
১৭। শেষ কথা	৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে তরফ করছি।

সমস্ত প্রশংসন একমাত্র আল্লাহরই জন্য।
আল্লাহরই কাছে সাহায্য, ক্ষমা ও হেদায়েত কামনা
করছি। আমাদের সর্ব প্রকার ক্ষতি ও মন্দ কাজ হতে
আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে
হেদায়েত দেন তাকে কেউ বিপর্যগামী করতে পারে না,
আর যাকে তিনি বিপর্যগামী করেন তাকে কেউ
হেদায়েত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে
আল্লাহ ব্যক্তিত আর কোন সত্য ইলাহ (মা'বুদ) নেই
এবং (কোন ক্ষেত্রেই) তাঁর কোন শরিকও নেই।
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম - আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

অতঃপর আল্লাহ রাসূল আলামীন তাঁর বান্দার
উপকারের জন্য ভাল কাজের একটি মওসুম উপহার
দিয়েছেন। এই মওসুমে ভাল কাজের সওয়াব বেড়ে
যায় ও মন্দ কাজ মুছে যায় এবং বান্দার মান - মর্যাদা
বৃদ্ধি পায়। মোমেনদের শব্দয়-মন মাওলার দিকে
আবিষ্ট হয় --। আল্লাহর ফরযকৃত ইবাদত সমূহের
মধ্যে রমাযান মাসে রোগ্য পালন করা একটি অন্যতম
ইবাদত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

(كُبَيْرٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُبَيْرٌ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّنُ)
“তোমাদের উপর (রমাযান মাসে) সওম ফরয করা
হয়েছে যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা
ফরয করা হয়েছিল। আশা করা যায় যে, তোমরা
তাকওয়া - পরেহেযগামী অর্জন করতে পারবে”।

(সূরা আল বাক্সারাহ - ১৮৩)

রোগ্য যেহেতু বিশাল শুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সেহেতু
রোগ্যার সাথে সংপ্রিষ্ঠ ছক্ষুম আহকাম সমূহ জেনে নেয়া
আবশ্যিক।

মুসলমানদের উচিৎ ফরয়, ওয়াজির সমূহকে জানা ও পালন করা, হারাম সমূহকে বর্জন করা আর যেগুলো মুবাহ (জায়েয়) সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রেখে মনকে আমাখা সংকোচিত না করা।

এই পৃষ্ঠিকাটিতে রমায়ানের হৃকুম - আহকাম ও আদব সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে শিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আশা করি মহান আল্লাহ আমাকে এবং আমার মুসলিম ভাইদেরকে এটার দ্বারা উপকৃত করবেন। সমস্ত প্রসংশা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের রব - প্রতিপালক।

সিয়াম বা রোয়ার অর্থ :

(১) আভিধানিক অর্থ হল : - বিরত রাখা, আবদ্ধ রাখা। পারিভাষিক আর্থ হল : - নিয়ন্ত্রণের সাথে সুবহে সাদেক (ফজরের ওয়াকের প্রথম) হতে সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত সব ধরণের রোয়া ডঙ্কারী যেমন- পানাহার, জৈবিক ও শারীরিক - কোন কিছু ভোগ করা থেকে বিরত থাকা।

সিয়ামের শর'য়ী হৃকুম :

(২) রমায়ান মাসে সওম (রোয়া) ফরয় হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের এজমা (একমত) হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আর রোয়া হলো ইসলামের চতুর্থ রোকন (স্তৰ)। আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، ১৮৩، سورة البقرة

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সওম (রোয়া) ফরয় করা হয়েছে যেমন তাৰে তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয় করা হয়েছিল।

আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়া - পরেহ্যগারী
অর্জন করতে পারবে ”। (সুরা আল বাক্সারাহ - ১৮৩)
রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এরশাদ
করেন যে, ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি; এই পাঁচটির
একটি হল রমাযানের সওম বা রোয়া ।

সিয়ামের ফযিলত :

(৩) রমাযানের ব্যাপক ফযিলত সম্পর্কে সহীহ
হাদীসে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়; সওমকে আল্লাহ
তাঁর নিজের জন্য খাস করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এর
পুরস্কার দিবেন । রোযাদারের সওমাব অসংখ্য শুনে
বৃদ্ধি পায় । হাদীসে কৃদ্বীপ্তে এসেছে :

"إِلَّا الصَّيَامُ فَأَلْهَىٰ لِيٰ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ"

যার অর্থ : আল্লাহ বলেন : “ সওম (রোয়া) একমাত্র
আমারই জন্য রাখা হয় এবং আমি তার বিনিময়
(পুরস্কার) দিব ” । সওমের সাথে অন্য কোন কিছুর
তুলনাই হয় না । রোয়া পালন অবস্থায় রোযাদারের
দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না । রোযাদারের জন্য দুটি
আনন্দ, একটি ইফতারের সময় আরেকটি আল্লাহর
সাথে সাক্ষাতের সময় (রোযার কারণে) । সওম
(রোযাদারের দিন বাস্তাদের জন্য সুপারিশ
করে বলবে :

"أَيُّ رَبٌ مَنْفَعَةُ الطَّعَامِ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَّافِي فِيهِ .."

অর্থ : “ হে প্রতিপালক আল্লাহ ! আমি তার
(রোযাদারের) জন্য সুপারিশ করছি তুমি আমার
সুপারিশ গ্রহণ কর । যেহেতু আমি তাকে দিনের
বেলা পানাহার ও ঘোন কামবাসনা হতে বিরত
রেখেছি ” । রমাযান ইসলামের একটি রোকন বা
গুড়, এই মাসেই কোরআন নাখিল হয়েছে ।
এই মাসের মধ্যেই হাজার মাসের চাইতেও

উভয় একটি রাত আছে। রমায়ানে জাহান্নামের দরজা সমুহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বজ্র করে দেয়া হয়। শয়তানদের শিকল - বন্দী করে ফেলা হয়। রমায়ান মাসের রোয়া (সওম) অন্য দশ মাসের রোয়ার সমান। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় সিয়াম (রোয়া) পালন করে তার পূর্বের শুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহ তা'য়ালা অনেক জাহান্নামবাসীকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেন।

সিয়ামের কঠিপয় ফায়েদা বা উপকারী বৈশিষ্ট্য :

(৪) সিয়ামের অনেক উপকারী বৈশিষ্ট্য আছে, যার অধিকাংশই তাকওয়া-পরেহযগারীর সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ বলেনঃ (لَعْلَكُمْ تَقُولُون)

অর্থ : “আশা করা যাই যে তোমরা তাকওয়া - পরেহযগারী অর্জন করতে পারবে”।

(সুরা আল বাক্সারাহ - ১৮৩)

এ কথার ব্যাখ্যা হলো যে, কেউ যদি আল্লাহর শান্তির ভয়ে এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ে হালাল কাজ ও বস্তু থেকে নিজকে বিরত রাখতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে সে সমস্ত হারাম কার্য থেকে নিজকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে। মানুষের পেটে যখন ক্ষুধা লাগে তখন দেহের অনেক অংগ প্রত্যঙ্গকে আন্দোলিত করে তোলে। আর খাবার দিয়ে যখন পেট ভর্তি করা হয় তখন চোখ, জিহ্বা, হাত এবং গুণ্ডাঙ্গের ক্ষুধা চাংগা হয়। রোয়া শয়তানকে দমন, যৌনোন্নেজনাকে নিরস্ত ও অংগ - প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখতে সহযোগীতা করে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা উপলক্ষ্মি করে তখন সে

গরীব - দুঃখির না খেয়ে থাকার কষ্ট বৃক্ষতে পারে এবং তাদের প্রতি হৃদয় - মনে দয়ার উদ্দেশ্য হয় ও তাদের স্ফুধা নিবৃত্তির জন্য দান খরচাত করে। কেননা কথায় বলে শুনা অবর চাকুস দেখার মত নয় আর বাহনে আরোহী যাত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত হেটে না চলবে ততক্ষণ হাটার কষ্ট অনুধাবন করতে পারে না। তখনই পারে যখন সে একই কষ্টে পতিত হয়। সিয়াম নক্ষসের দাসত্ব ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। এই রমায়ান নিয়ম শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তীতার শিক্ষা দেয়। রমায়ান মাস ঘোষনা করছে যে, মুসলমানরা এক জাতি, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তারা একই সাথে সওম পালন ও ইফতার গ্রহণ করে থাকে।

যারা দায়ী ইলাহুহর (আল্লাহর পথে আহ্বানের) কাজ করেন রমায়ান মাস তাদের জন্য এক মহা উত্তম সুযোগ। এই মাসে অনেক মানুষের হৃদয়-মন মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। কেউ হয়ত তার জীবনে এই প্রথম অথবা অনেক দিন পর ত্রোণা উপলক্ষ্যে মসজিদে প্রবেশ করল। এই সুযোগ গ্রহণ করতঃ যথা সভব উত্তম ভাবে কুরআন হাদীস মোতাবেক ওয়াজ নথিত করে ভাল কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশনা দিতে হবে।

সিয়ামের কিছু আদব ও নিয়ম-কানুন :

(৫) এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক ওয়াজিব আর কিছু সংখ্যক মুস্তাহাব। যেমনঃ সাহারী খাওয়া এবং তা শেষ ওয়াকে খাওয়া।

নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন :

"تَسْحَرُوا فِي إِنْ سُحُورٍ بَرَكَةً " (রোহ অব মাজ)

অর্থঃ “তোমরা সাহারী গ্রহণ (শেষ রাত্রের খাবার) কর, কেননা সাহারীতে বরকত আছে”। সাহারী হল বরকতপূর্ণ খাবার। সাহারী গ্রহণ করে প্রমাণ করা উচিত যে, আমরা আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টান) পরিপন্থী বা অনুসারী নই। (কেননা তারা রোধার জন্য সাহারী খায় না) আর মুমিনের উত্তম সাহারী হলো খেজুর”।

(৬) দ্রুত ইফতার করা :

নবী - سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَهُهُ وَسَلَّمَ - বলেন :

“لَا يَرَالُ النَّاسُ بَخِيرٌ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ”

অর্থ : “যতদিন পর্যন্ত লোকেরা দ্রুত ইফতার (সূর্য অন্ত যাবার সাথে সাথে) করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে প্রাপ্তবে”।

আর যা দিয়ে ইফতার করবে তা হলো :

• كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصْلِيَ عَلَى رُطُبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتٍ فَتَمْوِيرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمْوِيرَاتٍ، حَسَّا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

অর্থ : “আনাস (রাবিয়াল্লাহ আনহ) হতে বর্ণিত রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - নামাজের আগে সদ্য (তাজা) পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। সদ্য (তাজা) খেজুর না পেলে শুকলো খেজুর, আর শুকলো খেজুর না পেলে কয়েক অঙ্গুলি পানি পান করে ইফতার করতেন”। (সেখু দাউদ তিরমিশী) ইবনে ওমর (রাবিয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী - سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَهُهُ وَسَلَّمَ - ইফতারের পরে বলতেন :

“ذَقْبَ الظَّمَاءِ، وَابْتَلْتِ الْغَرْوُقَ، وَتَبَتَّ الأَجْزُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ”

উচ্চারণঃ “ যাহাবায় যমাউ, অবতাল্লাতিল উরকু,
অছাবাতাল আজ্জুল ইনশাআল্লাহ ” ।

অর্থঃ “ পিপাসা নিবারণ হয়েছে, ধৰনীগলো সিঙ্গ
হয়েছে এবং সওয়াব (পুণ্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
ইনশাআল্লাহ ” ।

অল্লিল কথা-বার্তা ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকা ।

(৭) মহানবী- সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন :

“إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ.....”

অর্থঃ “সিয়াম পালন কালে তোমাদের কেহ যেন
অল্লিলতা ও ঝগড়া - বিবাদে লিঙ্গ না হয়” । রফাস
(الرَّفْثُ) হলো : পাপাচার ও শুনাহর কাজে লিঙ্গ
হওয়া । নবী - সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন :

“مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ مَلِهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعُ طَعَانَةً وَرَشَادَةً” ।

অর্থঃ “যে ব্যক্তি গার্হিত কথা ও গার্হিত কাজ
পরিত্যাগ করতে পারলো না, তার পানাহার
পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন
নেই ” । (বুখারী)

গীবত (পরচর্চ), পরনিন্দা, মিথ্যা কথা এবং সর্ব
প্রকার হারাম কাজ হতে বিরত থাকা সওম
পালনকারীর অবশ্য কর্তব্য । এ জাতীয় গার্হিত কাজ
ত্যাগ না করলে সিয়ামের সওয়াব সবই বর্বাদ হয়ে
যেতে পারে ।

নবী - সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন :

“رَبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَيَامِهِ إِلَّا جُنُونٌ” (রোاه বিন মাজে)

অর্থ : “অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যাদের
সিয়াম দ্বারা না খেয়ে উপোস করা বা শুধা কষ্ট
ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না” ।

ପ୍ରକାଶିତ ହାଙ୍ଗମା - ମାରାମାରିତେ ଜଡ଼ିତ ନା ହେଯା :

(୮) ନବୀ ସାହୁଲାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାହୁମ - ବଲେନ :

"وَإِنْ أَمْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ سَبَاهُ، فَلِيَقُلْ : إِنَّى صَائِمٌ ، إِنَّى صَائِمٌ "

ଅର୍ଥ : "ସଦି କୋନ ଲୋକ ତାର (ସିଯାମ ପାଲନକାରୀର) ସାଥେ ମାରାମାରୀ କରିତେ ଚାଇ ଏବଂ ଗାଲି ଦେଇ ତାହଲେ ସେ (ସିଯାମ ପାଲନକାରୀ) ଯେନ ବଲେ ଦେଇ "ଆମି ସିଯାମ ପାଲନ କରାଛି, ଆମି ସିଯାମ ପାଲନ କରାଛି" । "ଇମ୍ମି ସାଯେମ" ଆମି ସିଯାମ ପାଲନ କରାଛି କଥାଟି ହାଦୀସେ ଦୁର୍ବାର ଏସେହେଃ ପ୍ରଥମ ବାର ରୋଧାର କଥା ବଲେ ନିଜକେ ସଂସକ୍ଷିତ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଆର ଦିତୀୟ ବାର ବିବାଦ କରିତେ ଉଦ୍ୟତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସ୍ଵରଣ କରିଯେ ଦେଇବା, ଯେନ ସଂସକ୍ଷିତ ଥାକେ ।

ଅତି ଭୋଜନ ନା କରା :

(୯) ହାଦୀସେ ଆହେ : "مَا مَلَأَ أَبْنَآءَ أَدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِّنْ بَطْنِ ..."

ଅର୍ଥ : "ଆଦମ ସଜ୍ଜାନରା ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତା ହଲୋ ତାର ପେଟ" । ଖାଓଯାର ଜନ୍ୟ ବେଁଚେ ଥାକା ନୟ ବରଂ ଜ୍ଞାନୀଜନ ବେଁଚେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ସେଇଁ ଥାକେନ ।

ଧନ - ମାଲ, ଜ୍ଞାନ, ଆଚରଣ ଓ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରା :

(୧୦) ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମୁସଲିମ ଶରୀଫେର ହାଦୀସେ ଏସେହେ, ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନ୍‌ଆବରାସ (ରାଦିଯାଲ୍‌ଲାହ ଆନହମା) ବଲେନ :

"عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ،

وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيَدْأَرُ شَهْرَ الْقُرْآنِ
فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالسَّخْرِيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمُرْسَلِيْهُ . ” متفق عليه ”

অর্থ : রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -
ছিলেন মানুষের মধ্যে বেশী দানশীল। রমায়ান
মাসে তিনি আরো বেশী দান করতেন যখন
জিব্রিল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ
করতেন। রমায়ানের প্রতি রাতেই (জিব্রিল) তাঁর
সাথে সাক্ষাত করতেন এবং পরম্পরে কুরআন শিক্ষা
করতেন। আল্লাহর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম - বহুমান ঝাড়ের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে দান
করতেন। রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -
ইরশাদ করেন :

” مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ ”
অর্থ : “ যে ব্যক্তি একজন সওম পালনকারীকে
ইহুতার করাবে, তাকে সওম পালনকারীর সমান
সওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু তাতে মূল সওম
পালনকারীর সওয়াব হতে এক বিন্দু পরিমাণও কম
করা হবে না ” ।

এই মাসে বিশেষ ভাবে যা করণীয় :

(১১) ব্যক্তিগত এবং সামষিক জীবনে ইবাদতের
পরিবেশ সৃষ্টি করা। সংঘটিত শুনাহর জন্য অভিদ্রুত
তওবাহ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
আনন্দ চিন্তে রমায়ান মাসকে গ্রহণ ও সিয়ামের
তাংপর্য উপলক্ষ করা। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে
তারাবীহের নামায আদায় এবং মাঝের ১০ দিন
অলসতা না করা। লাইলাতুল কুদুর বা ভাগ্য রজনী
তালাশ করা।

কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করত যত্বার সম্ভব খতম করা। রমায়ান মাসে ওমরাহ করলে হজ্জের সম্পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এই মাসে দান সাদকুর সওয়াব অনেক বেশি। রমায়ানে এ'তেকাফের শুরুত্বও কম নয়।

রমায়ানের আগমনে পরম্পরারে শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোন ক্ষতি নেই; কেননা নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - রমায়ান মাসের আগমন কালে সাহাবীগণকে শুভেচ্ছা দিতেন এবং এই মাসকে শুরুত্ব দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন।

আবু হুরাইরাহ (রাহিয়াল্লাহু আনহ) থেকে বর্ণিত, রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন :

"أَتَاكُمْ رَمَضَانَ ، شَهْرُ مُبَارَكٍ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَةً تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحَنَّمِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، فِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مِنْ حَرْمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ" (رواه النسائي ١٢٩/٤)

অর্থঃ "তোমাদের কাছে রমায়ান মাস সমাপ্ত। ইহা এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা এই মাসের সিয়াম তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এই মাসে আকাশের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয় এবং জাহানামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেয়া হয় আর এই মাসে সেরা শয়তানগুলিকে আটক করে ফেলা হয়। এই মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হলো সে ছড়ান্ত ভাবেই ব্যর্থ - বঙ্গিত হলো"।

(নাসাই)

সিয়ামের কিঞ্চু লকুম - আহুগাম ৪

(১২) ফরয সিয়ামের ক্রটি - বিচ্যতিগুলি নফল সিয়ামের দ্বারা দূর হয়ে যায় । নফল সিয়ামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; আশুরার রোয়া (মুহাররাম মাসের ৯-১০ কিংবা ১০-১১ তারিখে), আরাফাত দিবসের (যুলহাজ মাসের ৯ তারিখ) রোয়া, আইয়ামুল বীদের (প্রত্যেক আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) রোয়া, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসে ৬টি রোয়া, তদোপরি মুহাররাম ও শাবান মাসে বেশী বেশী রোয়া রাখা ।

(১৩) ফরয রোয়া বাদে শুধু শুক্রবার কিংবা শনিবার নির্দিষ্টভাবে রোয়া রাখা নিষিদ্ধ, তবে নেহায়েত কোন প্রয়োজন দেখা দিলে রাখা যাবে । যুগড় ও সারা বছর বিরতিহীন রোয়া রাখা নিষেধ । সাহারী ও ইফতার ব্যক্তিত পরপর দুই বা ততোধিক রোয়া রাখা ঠিক নয় ।

(১৪) ঈদুল ফিতুর, ঈদুল আযহার দিনে এবং আইয়ামে তাশরীকে (১১, ১২, ১৩ই যুলহাজ মাস) রোয়া রাখা হারাম ; কেননা এই দিনগুলো হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর যিকির করার বিশেষ দিন । তবে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি কুরবানী (হাদী) করতে সমর্থ না হলে ঐ ব্যক্তির জন্য আইয়ামে তাশরীকে হাদীর বদলে মিনায় রোয়া রাখা জায়েয় আছে ।

সিয়াম কার উপরে ফরয (বাধ্যতামূলক) ৪

(১৫) মুসলমান, প্রাণ বয়স্ক, সৃষ্টি মন্তিস্ক, স্বদেশ -
স্বগৃহে অবস্থানকারী, সক্ষম (দৈহিক), শর'য়ী
বাধামুক্ত হওয়া; যেমনঃ নারীর ক্ষেত্রে হায়েব ও
নিফাস ইত্যাদি ।

(১৬) সাত বছরের বালক - বালিকাদেরকে রোয়া
পালনে উৎসাহ দেয়া উচিত, যদি তারা সক্ষম হয় ।
আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ নামাযের সাথে তুলনা
করে ১০ বছর বয়সে রোয়া না রাখলে দৈহিক শান্তির
কথা বলেছেন । বালক - বালিকারা রোয়ার সওয়াব
পাবে এবং মাতা - পিতা ভাল কাজের প্রশিক্ষণ ও
উৎসাহ দেয়ার সওয়াব পাবেন । আর - ঝুবাই
বিনতে মুয়াওয়ায (রাবিয়াল্লাহ আনহা) বলেন ৪ :

"عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَتْ فِي صِيَامِ
عَاشُورَاءَ لِمَا فَرِضَ : كُنَّا نَصُومُ صِيَانَةً وَنَجْعَلُ لَهُمُ الْلَّعْبَةَ
مِنَ الْعِهْنِ، إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ " (رواه البخاري)

অর্থ : “যখন আশুরার রোয়া ফরয ছিলো, তখন
আমরা আমাদের ছেলে - মেয়েদেরকে রোয়া
রাখাতাম, আর খাবার জন্য কান্না শুরু করলে
তাদেরকে তুলা দিয়ে তৈরী আকর্ষণীয় বেলনা দিয়ে
ভুলিয়ে রাখাতাম, আমরা এটা করতাম ইফতারের
সময় পর্যন্ত ” । (ঝুখারী)

(১৭) দিনের বেলায় কোন কাফের যদি ইসলাম
গ্রহণ করে, কোন বালক - বালিকা যদি বালেগ
হয়ে যায় এবং কোন পাগল যদি ভাল হয়ে যায়,
তাহলে তারা রোয়ার হকুমের আওতায় এসে যাবে

এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে পূর্বের রোয়াঙ্গলোর কুয়া করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু আগের দিনগুলোতে তাদের উপর রোয়া ওয়াজের ছিল না।

(১৮) পাগলের উপর থেকে শরীয়তের হকুম তুলে নেয়া হয়েছে। তবে যদি এমন হয় যে মাঝে মধ্যে সে পাগল হয় আবার মাঝে - মধ্যে ভাল হয়ে যায় তখন শুধু ভাল অবস্থায় তাকে রোয়া রাখতে হবে। রোয়া রাখা অবস্থায় দিনের বেলায় যদি পাগল হয়ে যায় তা হলে তার রোয়া বাতিল হবে না। কেননা সে সুস্থ মন্তিষ্ঠ অবস্থায় রোয়ার নিয়ন্ত করেছিল। মুর্ছা (হিটিরিয়া) গ্রন্তের ক্ষেত্রেও ঐ একই হকুম প্রযোজ্য।

(১৯) যে রমায়ান মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলো মাসের বাকী দিনগুলোর ব্যাপারে সে রোয়ার সব ধরণের বাধ্য - বাধকতা হতে মুক্ত এবং তার আত্মীয়দেরও তার পক্ষ থেকে রোয়া রাখার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

(২০) কেউ যদি রমায়ান মাসে রোয়া করয হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে, রোয়া না রাখে বা রমায়ান মাসে দিনের বেলা ঘৌন ক্রিয়া হারাম না জানার কারণে তা করে এ অবস্থায় অধিকাংশ আলেমদের মত হলো যে, এ ব্যক্তি দোষী সাবস্ত হবে না। ইহা ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে বা দারুল হারাবে (ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রে) অবস্থান করছে কিংবা কাফেরদের সমাজে বয়োগ্রান্ত হয়েছে। তবে যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বাস করে তার জন্য উক্ত ওয়ার গ্রহণযোগ্য নয় কেননা সে সহজেই আলেমদের কাছ থেকে হকুম আহকাম জেনে নিতে পারে।

রমায়ান মাসে সফর বা ভ্রমন প্রসংগ ৪

(২১) রমায়ান মাসে সফরকালীন সময়ে রোয়া ভাঙার শর্ত; মাইল অনুযায়ী দ্রুত অথবা সাধারণ প্রচলন হিসাবে সফর বা ভ্রমন বলে পরিগণিত হওয়া। বসবাস এলাকা এবং ইহার সাথে সংযুক্ত বাড়ী-ঘর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সফর (ভ্রমন) শুনাহার কাজের লক্ষ্যে না হওয়া। রোয়া না রাখার কৌশল হিসেবে সফরকে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

(২২) সফরকালে সক্রম-অস্ক্রম সবার জন্যই রোয়া ভংগ করা জায়েয়, আর এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সফর কষ্টদায়ক হোক বা আরামদায়ক হোক তাতে ছক্কমের পরিবর্তন হবে না। মুসাফির ব্যক্তি যদি সাথে খাদেম নিয়ে ছায়ায়, পানি পথে, আকাশ পথে, সফর করে তার জন্যও রোয়া ভংগ করা এবং নামায কছুর করা জায়েয়। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া)

(২৩) রমায়ানে যে ব্যক্তি ভ্রমনে বা সফরে যাওয়ার সংকল্প করলো, সে সফরের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রোয়া ভাংগবে না। সফরের জন্য রওয়ানা দেয়ার আগ মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোন কারণ ঘটে যেতে পারে যে জন্য তাকে সফর বাতিল করতে হতে পারে। সফরকারী ব্যক্তি তার বসত বাড়ী এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশের পূর্বে রোয়া ভংগ করবে না, এমন কি বিমান উড়ে তার এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশ করার পরই রোয়া ভংগ করতে পারবে। তবে বিমান বন্দর যদি মুসাফির ব্যক্তির এলাকার বাহিরে হয় তাহলে বিমান বন্দরেই ভংগ করা যাবে।

(২৪) মুসাফির ব্যক্তি অন্য শহরে পৌছার পর, সেখানে যদি ৪ দিনের বেশী অবস্থানের নিয়ম্যত করে তাহলে অধিকাংশ আলেমদের মতানুযায়ী রোয়া পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

যারা পড়া-লেখার জন্য প্রবাসে যায় এবং মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর অবস্থান করে, অধিকাংশ আলেমদের মতে তারা মুক্তি মুক্তি (স্বদেশ ও স্বগ্রহে অবস্থানকারী) হিসেবে গণ্য হবে সুতরাং প্রবাসে অবস্থান কালে তাদেরকে রোয়া পালন ও পূর্ণ করতে হবে। (শায়খ বিন বায)

(২৫) যে ব্যক্তি মুক্তি অবস্থায় রোয়া শুরু করল অতঃপর দিনের বেলাই সফরে বেরিয়ে পড়ল, তার জন্য রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয়। কেবল আল্লাহ সফরের কারণে রোয়া ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ كَانَ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِذَا مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾

অর্থ : “ আর কেউ যদি অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময়ে ঐ রোয়া পালন করতে হবে ”। (সুরা আল বাকুরাহ - ১৮৫)

(২৬) যে ব্যক্তি সর্বদা সফরে থাকে তার জন্য রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয় আছে। যেমনঃ ডাক পৌছানোর লোকজন যারা সর্বদা মুসলমানদের খিদমতে নিয়োজিত থাকে, গাড়ী চালক, বিমান চালক (পাইলট) এবং গাড়ী বিমানের - সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গভৰ্যস্থলে তাদের আশ্রয়স্থান থাকলেও একই হৃকুম প্রযোজ্য হবে। তাদের সফর দৈনন্দিন হলেও হৃকুম একই থাকবে। লঞ্চ-ষ্টীমার চালক নারীকগণ তীরে তাদের থাকার জায়গা থাকা সত্ত্বেও তারা মুসাফির বলে গণ্য হবে।

(২৭) মুসাফির ব্যক্তি রমায়ান মাসে দিনের বেলায় সফর হতে নিজ শহরে (গ্রহে) প্রত্যাবর্তন করলে রোযাদারের মত রমায়ান মাসের মর্যাদ রক্ষার চেষ্টা করা উচ্চম কিন্তু তাকে কৃত্য করতেই হবে।

(২৮) কেউ যদি এক দেশে রোয়া রাখতে শুরু করে, অতঃপর এমন অন্য একটি দেশে যায় যেখানে

লোকেরা দু-একদিন আগে বা পরে রোয়া রাখা শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যে দেশে গেল সে দেশের লোকদের সাথেই রোয়া পালন করতে হবে অর্থাৎ তাদের মতই রোয়ার বিধান মেনে চলতে হবে। তবে চাঁদের হিসেব অনুষ্ঠানী রোয়া ৩০টির বেশি হলেও তা পালন করতে হবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন :

الصُّومُ يَوْمٌ تَصُومُونَ، وَالإِفْطَارُ يَوْمٌ تَفْطَرُونَ " (رواه الترمذى) "

অর্থ : “ রোয়ার দিবসে তোমরা সবার সাথে রোয়া রাখবে এবং ইফ্তার (ঈদ) দিবসেও তাদের সাথেই ইফ্তার করবে ”। (তিরিমিয়ী)

আর যদি ২৯ দিনের কম হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে ঈদের পর তাকে রোয়া ২৯ টি পুরা করতে হবে। কেননা হিজরী মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না।

(শায়খ ইবনে বায)

রমায়ান মাসে কৃপ্তি বা অসুস্থদের বিধান :

(২৯) রোগ - বিমারে শারীরিক ভাবে অসুস্থদের জন্য রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয়। এ কথার প্রমাণ হলো; আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ كَانَ مَرِبِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرِ »

অর্থ : “আর কেউ যদি অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময় ঐ রোয়া পালন করতে হবে”। (সুরা আল বাকুরাহ - ১৮৫)

তবে মাথা ব্যাথা, সর্দি, কাশি জাতীয় সমান্য অসুস্থ বিস্তুরের কারণে রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয় হবে না।

ডাক্তারী শাস্ত্র এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেউ কারো সম্পর্কে যদি এই মত প্রকাশ করেন যে, রোয়ার কারণে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা রোগ

বেড়ে যেতে পারে এবং রোগ সাড়তে বিলম্ব হতে পারে। এই অবস্থায় রোধা ভঙ্গ করা জায়েয় হবে। যে সমস্ত রোগ সব সময় লেগেই থাকে এ সব ক্ষেত্রে দিনের বেলায় সুস্থ হয়ে যাবার সভাবনা থাকলেও রাতে রোধার নিয়ন্ত করা উচিত নয়, সভাবনার চেয়ে উপস্থিত অবস্থাই অগ্রগম্য হিসেবে বিবেচিত।

(৩০) রোধার কারণে যদি কেহ মৃর্ছা যাবার আশংকা করে, তাহলে সে রোধা ভঙ্গ করবে এবং পরে কুাধা আদায় করবে। আর দিনের বেলায় রোধা পালনরত অবস্থায় যদি কেহ মৃর্ছা যায় বা অচেতন হয়ে পড়ে এবং সূর্য অন্ত যাবার আগে বা পরে চেতনা ফিরে পায়; তার রোধা সহীহ - শুন্দ বলে পরিগণিত হবে। ফজর হতে সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত অচেতন থাকলে রোধা শুন্দ হবে না। অচেতন ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়ার পর রোধার কুাধা আদায় করতে হবে।

কোন কোন আলোম এ প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, কেউ যদি তিন দিন বা তার কম সময় অচেতন থাকে অথবা জরুরী প্রয়োজনে অচেতন করে রাখা হয় এ অবস্থাকে ঘুমের সাথে কুয়াস (তুলনা) করে রোধার কুাধা আদায় করতে হবে। তিন দিনের বেশী অচেতন থাকলে উন্মাদ ব্যক্তির সাথে তুলনা করে কুাধা করতে হবে না। (শায়খ ইবনে বায)

(৩১) অসহনীয় ক্ষুধা, প্রচন্ড পিপাসায় জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে অথবা দেহের কোন অংগ প্রত্যঙ্গের বিপদজনক ক্ষতির আশংকা হলে রোধা ভঙ্গ করে পরবর্তী সময়ে কুাধা আদায় করে নিবে। কেননা জীবন রক্ষা করা ওয়াজেব। অথবা অনুমান ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তথা ওয়াসাওয়সার উপর ভিত্তি করে রোধা ভঙ্গ করা জায়েয় নয়। যারা অত্যাধিক পরিশ্রমের কাজ করেন তারা রোধা রাখার নিয়ন্ত করবে। তাদের রোধা না রাখার বা ভঙ্গ করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজন হলে পরিশ্রম কমিয়ে দিবে এবং রোধা রাখবে। তবে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে, রোধা ডঙ্গ করে পরবর্তীতে কুায়া করে নিবে।

(৩২) যে সমস্ত রোগ ব্যাধি ভাল হয়ে যাবার আশা ও সভাবনা আছে এ ক্ষেত্রে রোধা ডঙ্গ করে পরবর্তীতে কুায়া করতে হবে, কাফ্ফারা হিসেবে মিস্কিনকে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে না। দুরারোগ্য ব্যাধি যা ভাল হবার সভাবনা দেখা যাচ্ছে না এবং বার্ধক্য জনিত কারণে যিনি রোধা রাখতে অক্ষম, তিনি প্রতি রোধার বদলে দৈনিক একজন গরীবকে পূর্ণতাবে এক বেলা খাবার খাওয়াবেন, যা ফিদিয়া বলে পরিচিত। এই খাদ্য বস্তুর পরিমাণ হলো অর্ধসা, অর্থাৎ দেড় কেজীর কাছাকাছি পরিমাণ। খাদ্য বস্তুটি অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য বলে স্বীকৃত হতে হবে। প্রতিদিনের ফিদিয়া একত্রিত করে মাসের শেষে একত্রে কিংবা প্রতিদিন পরিবেশন করাও জায়েয় আছে। অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে আশা করে রোধা ডঙ্গ করেছে, অতঃপর কুায়া করার আগেই জানা গেল যে, সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজের হলো রোধা ডঙ্গের কারণে প্রতিটি রোধার ফিদিয়া প্রদান করা (শায়খ মুহাম্মদ বিন সলেহ উসাইয়ীন)। আরোগ্যের আশায় থেকে যে মৃত্যুবরণ করলো তার উপর বা তার অতি আপন জনদের উপর তার রোধার ব্যাপারে কোন শর'য়ী দায়বদ্ধতা নেই।

(৩৩) যে ব্যক্তি রোধার সময় অসুস্থ ছিল, অতঃপর সুস্থ হয়ে রোধার কুায়া করার সুযোগ পেয়েও তা আদায় করেনি এবং সে মৃত্যু মুখে পতিত হলো; এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে, ডঙ্গ করা প্রতিটি রোধার ফিদিয়া (পূর্ব-বর্ণিত) প্রদান করতে হবে।

নিকট আত্মায়দের কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে
রোয়া রাখলে তা জায়েয় আছে এবং রোয়া শুন্ধ
হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে প্রমান
আছে যে, মহানবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -
বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " متفق عليه "

“যে ব্যক্তি রোয়া কৃষ্ণ আদায় (সুস্থ হওয়ার পরে)
না করে মৃত্যুবরণ করল তার পক্ষ থেকে তার ওপর রোয়া
রোয়া পালন করবে ”। (বুখারী ও মুসলিম)
ফতোয়ার ছায়া কমিটি (সৌন্দী আরব)

বয়োবৃন্দ, অচল - অশ্বমদের জন্য রোয়ার বিধান :

(৩৪) অতিশয় বৃন্দ নর - নারী ঘারা শক্তি সামর্থ
হারিয়ে ফেলেছেন এবং দিন দিন অবস্থার
অবনতি হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের
রোয়া পালনের বাধ্যবাধকতা নেই। অতিশয়
বয়োবৃন্দ নর - নারীগণকে রোয়া পালন করতে হবে
না, যেহেতু তারা রোয়ার নিয়মাবলি পালন ও এর
কষ্ট সহিতে অক্ষম। আবদ্ধাল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রাহিমাল্লাহ আনহাম) নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ)

অর্থ : “আর ইহা (রোয়া পালন) যাদের জন্যে
অত্যজ্ঞ কষ্টদায়ক হবে, তারা ইহার পরিবর্তে একজন
মিসকীনকে বাদ্য দান করবে ”।

(সুরা আল বাক্সারাহ-১৮৪)

এই আয়াত মানসূখ বা রহিত নয় বরং এর হৃকুম
কার্যকর আছে। অতিশয় বৃন্দ পুরুষ বা মহিলা রোয়া
পালন করতে অক্ষম হলে প্রতিটি রোয়ার বদলে
একজন গরীব মিসকীনকে অন্ন দান করতে হবে।

অতি বার্ধক্যের দরমন যার বৃক্ষি লোপ বা উম্মাদনা ঘটবে তার উপর এবং তার পরিবার পরিজনদের উপর তার রোয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছুই ওয়াজিব থাকবে না; কেননা সে বৃক্ষি বৈকল্যের দরমন শরীয়তের হ্রস্ব পালনের দায় হতে মুক্ত। আবার এমনও হতে পারে যে, এক সময় উম্মাদ আর পরবর্তী সময় ভাল। ভাল অবস্থায় রোয়া রাখতে হবে এবং যখন উম্মাদনা দেখা দিবে, প্রলাপ বকবে তখন রোয়ার দায় হতে মুক্ত থাকবে।

(শারখ ইবনে সলেহ উসাইমীন)

(৩৫) প্রকাশ্য রোগ-ব্যাধির কারণে প্রকাশ্যে রোয়া ভঙ্গ করা দোষনীয় নয় কিন্তু গোপন রোগ-ব্যাধিতে (যেমন হায়েথ-নিফাস) প্রকাশ্যে পানাহার না করা উচ্চম।

সিয়ামের নিয়ত প্রসংগ :

(৩৬) ফরয রোয়া শুষ্ক হওয়ার শর্ত হলো; রাত থেকে রোয়া রাখার নিয়ত বা এরাদা (ইচ্ছা) করা। ক্ষায়া বা কাফ্ফরা জাতীয় ওয়াজিব রোয়ার বেলায়ও পূর্ব রাত্রিতেই নিয়ত করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে :

"لَا صِيَامٌ لِمَنْ لَمْ يُبْتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ"

অর্থ : " যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিয়ত করলো না, তার রোয়া হবে না"। (নাসাইয়ী)

ফজরের পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত রাতের যে কোন সময়ে নিয়ত করলেই হবে। আর নিয়ত হলোঃ কোন কাজ করার জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প, স্থীর-সিদ্ধান্ত। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে বলা বিদয়াত। যে ব্যক্তি জানতে পারলো যে, আগামী কাল রোয়া অতঃপর

ରୋଧା ରାଖାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରଲୋ ଏହି ଇଚ୍ଛାଇ ତାର ନିୟମିତ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । (ଇମାମ ଇବନେ ତାଇମିଯା)

ଯେ ସ୍ୱକ୍ଷି ଦିନେର ବେଳା ରୋଧା ଡଙ୍ଗ କରାର ସଂକଳ୍ପ ବା ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରଲୋ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗ କରଲୋ ନା, କୋନ କିନ୍ତୁ ପାନାହାର କରଲୋ ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ସଠିକ ମତାମତ ହଲୋ, ତାର ରୋଧା ନଷ୍ଟ ହବେ ନା । ଏଟାର ତୁଳନା ହଲୋ ଯେ, ଏକ ସ୍ୱକ୍ଷି ନାମାଜେର ମଧ୍ୟେ କଥା ବଲାର ଇଚ୍ଛା କରଲୋ କିନ୍ତୁ କଥା ବଲ୍ଲୋ ନା ।

ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଲେଇ ରୋଧା ଡଙ୍ଗ ହୟେ ଯାବେ ବଲେ ଆଲେମଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁ-କେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ଅତଏବ ରୋଧାର ନିୟମିତ ଡଙ୍ଗକାରୀର ଐ ରୋଧାର କୃଧା କରା ଉତ୍ତମ । ଆର ମୂରତାଦ ବା ଇସଲାମ ତ୍ୟାଗକାରୀର ନିୟମିତ ବରବାଦ ହୟେ ଯାଓଡ଼ାର ବ୍ୟାପାରେ କୋନଇ ମତଭେଦ ନେଇ । ରମାଯାନ ମାସେ ରୋଧାଦାର ସ୍ୱକ୍ଷିକେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ନବାୟନ କରତେ ହବେ ନା ବରଂ ପୂରୋ ମାସେର ଜନ୍ୟ, (ମାସେର ଶୁରୁତେ) ଏକବାର ନିୟମିତ କରଲେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ହବେ । ଆର ସଦି ଅସୁନ୍ଦରତା ବା ସଫରେର ଜନ୍ୟ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ଡଙ୍ଗ କରା ହୟ, ତାହଲେ ନିୟମିତ ଡଙ୍ଗେର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନେର କାରଣ ଦୂର ହୋଡ଼ାର ସାଥେ ସାଥେ ରୋଧାର ଜନ୍ୟ ନତୁନ କରେ ନିୟମିତ କରତେ ହବେ ।

(୩୭) ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକଳ ରୋଧାର ଜନ୍ୟ ରାତ ଥେକେ ନିୟମିତ କରା ଜରୁରୀ ନୟ । ହାଦୀସେ ଆଛେ :

"عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ

قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَبِأَيِّ إِذَا صَائِمٌ"

ଅର୍ଥ : "ଆୟେଶା (ରାଧିଯାତ୍ମାହ ଆନହା) ବଲେନ :

"କୋନ ଏକଦିନ ରାସୁଲ - ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓ ଯା ସାନ୍ତ୍ରାମ-ଆମାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ, ଅତଃପର ବଲଲେନ : ତୋମାଦେର କାହେ କୋନ ଖାଦ୍ୟ ଆଛେ ?

আমরা বললাম : না, তখন তিনি - সান্তান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্তাম - বললেন : তাহলে আমি রোধা রাখলাম”। তবে নির্দিষ্ট নফল রোধার (যেমন আরাফাত দিবসের রোধা, আশুরার রোধা) জন্য রাত থেকেই নিয়ত করা উত্তম ।

(৩৮) নেহায়েত ওয়র ব্যক্তিত শুরু করা যে কোন ওয়াজিব রোধা (যেমনঃ কৃষ্ণা, মানত, কাফকারা) ভঙ্গ করা জায়েয হবে না । অন্যান্য নফল রোধা রাখা বা রেখে ভঙ্গ করা ব্যক্তির ইচ্ছাধিন, ইচ্ছা হলে রাখবে না হলে ভঙ্গ করবে । নফল রোধা ভঙ্গ করার জন্য কোন ওয়র উপস্থিত হওয়া শর্ত নয় । কোন একদিন নবী - সান্তান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্তাম - ডের বেলা নিয়ত করে রোধা রাখতে শুরু করেছিলেন, আতঃপর আহার করলেন । প্রশ্ন আসতে পারে ; ওয়র ব্যক্তিত নফল রোধা ভঙ্গ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা ? কোন কোন আলেম বলেছেন : সওয়াব পাওয়া যাবে না । নফল রোধা শুরু করে পূর্ণ করা উত্তম, তবে শরয়ী ওয়র বা কোন প্রকার কল্যাণের তাগিদে ভঙ্গ করা জায়েয আছে ।

(৩৯) যে ব্যক্তি ফজরের পর দিনের বেলা রোধার খবর জানতে পাবে, সে দিনের বাকি সময়ে কোন কিছু পানাহার করবে না এবং পরবর্তী সময়ে সে ঐ দিনকার বদলে কৃষ্ণা করবে । কেননা নবী - সান্তান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্তাম - বলেছেন : “ যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিয়ত করলো না, তার রোধা হবে না” । (আরু দাউদ)

রোধা ও ইফ্তারের সময়কাল :

(৪০) সূর্যের গোলকটা পশ্চিম আকাশে পূর্ণাঙ্গভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে রোধাদার ইফ্তার করবে ।

সূর্য অন্ত যাওয়াটাই আসল কথা । পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অন্ত যাবার সাথে সাথে দিন শেষ হয়ে যায়, অতঃপর উপরের দিকে বিদ্যমান লাল আলোকচ্ছটা ধর্তব্য নয় । নবী - সান্ত্বান্ত্বাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম - বলেন :

"إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ الظَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، وَغَرَبَتِ

الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمَ ".

ଅର୍ଥ : “ ସବୁ ଏକ ଦିକ୍ ଥିଲେ ରାତରେ ଆଗମନ ଓ ଅପର ଦିକ୍ ଦିଲେ ଦିନେର ପ୍ରଶ୍ନାନ ଘଟିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ହବେ. ତଥନାହିଁ ରୋଧାଦାର ଇଫ୍ତାର କରିବେ ” । (ବୃଦ୍ଧାରୀ)

ইফ্তার ভুরানিত করা সুন্নাত । “ নবী - সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ইফ্তার না করে মাগরিবের
নামাজ পড়তেন না । নামাজের পূর্বে কম পক্ষে
পানি দ্বারা ইফ্তার করতেন । ইফ্তারের জন্য
কিছুই পাওয়া না গেলে শুধু মনের নিয়ন্ত্রের মাধ্যমে
ইফ্তার সম্পন্ন করতে হবে । কিন্তু ইফ্তারের সময়
আংশুল চুর্ঘে ইফ্তার করা ঠিক নয় যা অনেকে করে
থাকে । তবে সর্তক থাকতে হবে, ইফ্তারের সময়
হওয়ার আগেই যেন কেউ ইফ্তার করে না ফেলে ।
নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - একদল
লোককে তাদের পায়ের গোড়ালীর মোটা রংগের
সাথে ঝুল্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাদের
চোয়াল বেয়ে রঞ্জ ঝাড় ছিল । রাসূল - সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম - জিজেস করলেন তাদের কি
হয়েছে? উভর দেয়া হলো যে ; ঐ লোকেরা রোধা
সম্পর্ণ হবার আগেই ইফ্তার করতো ” ।

(৪১) ফজরের সময় হলে পূর্ব আকাশে শুভ আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পরে, এ সময় থেকে রোয়াদারকে অবশ্যই পানাহার ত্যাগ করতে হবে। চাই সে আধান শুনুক বা না শুনুক।

যে মু়ায়্যিন ঠিক ফজরের সময় আযান দেয়, এই আযান শুনা মাত্র পানাহার বক্ষ করতে হবে। আর যদি আগে আযান দেয় তাহলে আযানের পরও পানাহার করা যাবে। মু়ায়্যিন কখন আযান দিচ্ছে তা জানা না গেলে বা মত - পার্থক্য দেখা দিলে নির্ভরযোগ্য ছাপানো সঠিক সময় - সূচী অনুযায়ী রোধা পালন করতে হবে। তবে ফজরের ১০ মিনিট পূর্বে পানাহার বক্ষ করার নিয়ম চালু করা বিদ্যা'তের নামান্তর।

সিয়াম বা রোধা ভঙ্গের বর্ণনা :

(৪২) হায়েয বা নিফাস হলে রোধা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হায়েয নিফাস ব্যতীত রোধা ভঙ্গ হওয়ার শর্ত হলো তিনটি : (১) জ্ঞাতসারে রোধা ভঙ্গ করা, অজ্ঞতার কারণে নয়। (২) স্মরণ থাকা অবস্থায় রোধা ভঙ্গ করা, ভুলবস্ত নয় (৩) স্বেচ্ছায় রোধা ভঙ্গ করা, বাধ্য বা জবরদস্তির কারণে নয়।

রোধা ভঙ্গের কিছু কারণ নির্গমন-নিঃসরণ জাতীয় যেমন : ঘৌনমিলন, বমি করন, হায়েয বা ঝতুস্ত্রাব, নিফাস হওয়া ও শিংগা লাগিয়ে রক্ত বের করানো। আর কিছু কারণ হলো প্রবিষ্ট ও ভরণ জাতীয়, যেমন: পানাহার করা, ইনজেকশন নেয়া ইত্যাদি।

(৪৩) এমন উষধ, টেবলেট যা মুখ দিয়ে পেটে যায় বা খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন যা শরীরে প্রবেশ করানো হয়, এগুলো সবই পানাহার হিসেবে গণ্য এবং এতে রোধা ভঙ্গ হবে। ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত পরিষ্কার জন্য রক্ত দিলে রোধা ভঙ্গ হবে না; কেননা এটা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পক্ষান্তরে যে সব ইনজেকশন পানাহারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় না বরং চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়ে থাকে, যেমন : ইনসুলিন, পেনিসিলিন, শারীরিক দুর্বলতাকে দূর

করে সতেজ ও চাঙ্গা করার ইনজেকশন, ডেক্সিন টিকা এগুলোতে রোয়ার ক্ষতি হবে না। মাংস পেশী বা ধমনী দিয়ে প্রবেশ করানো ইনজেকশনের হৃত্তম একই। তবে সর্তকতার জন্য এগুলো রাতের বেলা গ্রহণ করা ভাল। (শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম) “কিডনি ওয়াস করার জন্যে রক্ত বের করা বা প্রবেশ করানোতে রোয়া ভঙ্গ হবে না”। (শায়খ ইবনে সদেহ উসাইয়ান)

পায়ু ধার দিয়ে প্রবেশ করানো (Suppositor) ঔষধ, চোখ-কানে ব্যবহৃত ঔষধ, দস্ত অপসারণ এবং অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঔষধ সমূহ ব্যবহারে রোয়া ভঙ্গ হবে না। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া) যাদের হাপানী রোগ আছে তারা ভ্যানটোলিন নিলে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না, ভ্যানটোলিন হলো এক প্রকার গ্যাস যা ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয় এবং ইহা খাদ্য নয়। হাপানী রোগে আক্রমণ ব্যক্তিকে রমায়ান ছাড়াও ভ্যানটোলিন ব্যবহার করতে হয়। গরগরা করার ঔষধ দিয়ে গরগরা করে কুলি করলে রোয়া ভঙ্গ হবে না, তবে গিলে ফেললে ভঙ্গ হবে। দাতে লাগানোর ঔষধ ব্যবহার করে, গলায় তার স্বাদ অনুভব হলে, রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না।

(শায়খ ইবনে বাথ)

(88) যে রমায়ান মাসে দিনের বেলা কোন প্রকার ওয়ার ব্যবীত ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করবে তার কর্মীরা (বড় ধরনের) শুনাহ হবে। তাকে তওবা করতে হবে এবং পরে কৃত্য পালন করে নিবে। যদি নেশা বা কোন হারাম বস্তু দ্বারা রোয়া ভঙ্গ করে তাহলে তা অত্যজ্ঞ জ্ঞান্য ও নিকৃষ্ট কাজ হবে, শুনাহ আরো বেশী হবে। এ সকল অবস্থায় একনিষ্ঠ ভাবে খালেস তওবা করা কর্তব্য এবং বেশী বেশী নফল এবাদত ও নফল রোয়া পালন করা দরকার, যাতে ফরয়ের ত্রুটি গুলো মুছে যায়। আর আল্লাহ যেন তার তওবা করুল করেন।

(৪৫) ভুলবশতঃ : কেহ পানাহার করলে তার রোয়া ভঙ্গ হবে না, সে রোয়া পূর্ণ করবে। যেহেতু ভুলবশতঃ পানাহার ইচ্ছাকৃত নয় অতএব মনে করতে হবে যে, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এই রোয়া তাকে ক্ষায়া করতে হবে না এবং এই জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে না। তবে কেউ যদি কাউকে ভুলবশতঃ পানাহার করতে দেবে তবে অবশ্যই তাকে স্বরূপ করিয়ে দিতে হবে। আর এ কাজ একটা সাধারণ হৃকুমের অজর্জুত্ত। আল্লাহ বলেন :

﴿وَتَعَاوَسُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوِيٍ﴾

অর্থ : “সৎকর্ম এবং তাকওয়া - পরহেযগারীর কাজে তোমরা পরম্পরকে সাহায্য করবে”।

(সূরা আল মাযিদাহ-২)

আর নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন :

"فِإِذَا نَسِيْتُ فَذَكْرُونِي"

“আমি যদি ভুলে যাই তা হলে আমাকে স্বরূপ করিয়ে দিও”।

আর যেহেতু মূলতঃ ইহা একটি গার্হিত কাজ সুতরাং তা প্রতিহত করা সকলেরই কর্তব্য।

(৪৬) বিপদাক্রান্ত এবং মৃত্যু মুখে পতিতদেরকে উদ্ধারকারীরা (যেমন ডুর্বলী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা) প্রয়োজন বোধ করলে রোয়া ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরে ক্ষায়া করবে।

(৪৭) যার উপর রোয়া ফরয হয়েছে, সে যদি রোয়া অবস্থায় ষ্টেচায় স্বজ্ঞানে দিনের বেলা যৌন সংগমে লিঙ্গ হয় তা হলে তার রোয়া বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু দিনের বাকি অংশটুকুতে কোন কিছু পানাহার করবে না। উভয় যৌনাঙ্গ একত্রিত হওয়া এবং পুরুষাঙ্গের অংশভাগ অন্য যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোর পরে বির্য

নির্গত হোক বা না হোক রোয়া বাতিল হয়ে যাবে ।
 অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে, উক্ত
 রোয়ার কুয়া (পালন) করতে হবে এবং বড়
 কাফ্ফারা দিতে হবে । (বড় কাফ্ফারা হলো : দাস
 মুক্ত করা কিংবা অবিচ্ছিন্নভাবে দু'মাস রোয়া রাখা
 কিংবা ষাটজন মিস্কীনকে খাদ্য দান করা) । আরু
 হুরাইরাহ (রাবিয়াল্লাহ আনহ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে :
 "إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ كُنْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَنْعَتُ عَلَى امْرِ أَتَيْتِيْ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}: هَلْ تَجِدُ رَقْبَةً تَعْنِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَسَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سَيِّئَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا.." الحديث .

অর্থ : " এক ব্যক্তি মহানবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়া সাল্লামের - নিকট হায়ির হয়ে বললেন : ইয়া
 রাসূলাল্লাহ আমি ধৰ্ম হয়ে গেছি । তিনি
 বললেন : তোমাকে কিসে ধৰ্ম করল ? (লোকটি)
 বললো : আমি রোয়া অবস্থায় (দিনের বেলা)
 আমার শ্রীর সাথে যৌনসঙ্গ করেছি । তখন রাসূল
 - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বললেন : তুমি কি
 একটা শ্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ রাখ ?
 (লোকটি) বললো : না । তখন নবী - সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম - (লোকটিকে) বললেন : তুমি
 দুই মাস অবিচ্ছিন্নভাবে রোয়া রাখতে পারবে ?
 লোকটি বললো, না । নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
 সাল্লাম - বললেন : তাহলে তুমি কি ষাটজন
 মিস্কীনকে খাদ্য দিতে পারবে ?

লোকটি বললো, না । তখন নবী - সান্ত্বান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম - লোকটিকে বললেন : অপেক্ষা কর । সে বসে থাকলো । এই সময় নবী - সান্ত্বান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বামের - নিকট খেজুর ভর্তি করা একটি বড় টুকরী আনা হলো । নবী করীম - সান্ত্বান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম - বললেন এই পাত্রের খেজুরগুলো তুমি দান করে দাও । তখন লোকটি বললো : মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব এবং এই খেজুর পাইবার অধিক যোগ্য আর কেহ নাই । ইহা শুনে নবী - সান্ত্বান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম - হেসে দিলেন, ইহাতে তার দণ্ডরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ল । তিনি বললেন : তুমি ইহা নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরের লোকদেরকে ইই খাওয়াও ॥ ।

(বুখারী)

(৪৮) কেউ যদি জ্ঞী সহবাস করার উদ্দেশ্যে আগে খাওয়া - দাওয়া সেরে নিয়ে রোয়া ভঙ্গ করলো, অতঃপর জ্ঞী সহবাস করল, সে কঠিন শুনাহ করল এবং রমাধান মাসের মর্যাদা দুবার ক্ষুণ্ণ করল । প্রথমবার : খাওয়া - দাওয়া করে, দ্বিতীয়বার : যৌন মিলনের মাধ্যমে । এই ব্যক্তিকে অবশ্যই কঠিন কাফ্ফারা দিতে হবে । জ্ঞী সহবাসের জন্য কৌশল অবলম্বন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ । তাকে অবশ্যই খালেছভাবে তঙ্গৰা করতে হবে ।

(৪৯) যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে, তার জন্য জ্ঞীকে চুম্বন, মাঝামাঝী আলিঙ্গন, স্পর্শ করা এবং বার বার তাকানো জায়েয আছে । সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা (রাদিয়ান্ত্রাহ আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী - সান্ত্বান্ত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্ত্বাম - রোয়া থাকা অবস্থায় চুম্বন করতেন, মাঝামাঝী করতেন তবে তার

আন্দোলন শক্তি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী।
তবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে;

"وَيَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي"

অর্থঃ “আমার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করবে”।
এই ত্যাগ করার ভাবার্থ হলো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম
করবে না। যে ব্যক্তি অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায়
এবং নিজেকে সামাল দিতে পারবে না, তার জন্য
চুম্বন, আলিচন, মাখামাঝী ইত্যাদি করা জায়েয় হবে
না। কেননা উক্ত জায়েয়ের পথ ধরে, তার রোধাই
বরবাদ হয়ে যাবে। চুম্ব খেতে গিয়ে, বার বার
তাকিয়ে কিংবা স্পর্শ করতে গিয়ে হয়ত সহবাসে
গিঞ্চ হয়ে যাবে এবং রোধা ডঙ্গ হয়ে যাবে। আল্লাহ
রাবুল আলামীন (হাদীসে কুদ্সীতে) বলেন :

"وَيَدْعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي"

অর্থঃ “আমার জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণকে ত্যাগ
করেছে”। শরিয়তের একটা সূত্র আছে তাহলো;
“যে কাজ বা বস্তু হারামের দিকে নিয়ে যাবে সে
কাজও হারাম বলে গণ্য হবে”।

(৫০) সহবাসরত অবস্থায় ফজলের সময় হয়ে গেলে,
তৎক্ষনাত সহবাস ত্যাগ করতে হবে এবং তার রোধা
গুরু হবে। সহবাস হতে বিরত হওয়ার পরে
বির্যপাত ঘটলে অথবা ফজল হওয়ার পরেও সহবাস
অব্যহত রাখলে রোধা ডঙ্গ হয়ে যাবে। অতঃপর
তওবা করে কাফফারা দিতে বাধ্য থাকবে এবং ঐ
রোধার বদলে ক্রায়া রোধা পালন করতে হবে।

(৫১) রোধা পালন কালে নাপাক অবস্থায় ফজল হয়ে
গেলে রোধার কোন ক্ষতি হবে না। ফজলের সময়
হয়ে যাওয়ার পরেও নাপাক জনিত গোসল
বিলম্ব করা জায়েয় আছে। যেমন : সহবাস জনিত

ନାପାକୀ, ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ, ହାରେସ, ନିଫାସ । ତବେ ଫଜରେର ନାମାଜେର ଜନ୍ୟ ଗୋସଳ ତୁରାନ୍ତି କରା ଉଚିତ ।

(୫୨) ରୋଯା ପାଲନ ଅବଶ୍ୱାସ ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ହଲେ, ରୋଯା ନଷ୍ଟ ହବେ ନା, ଅତଏବ ରୋଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ହବେ ଏଟାଇ ସର୍ବସମ୍ମତ ଫତ୍ତୋଯା ।

(୫୩) ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଯାର ମାସେ ଦିନେର ବେଳାଯି ହୃତ୍ମୈଥୁନ କରେ ଏବଂ ବାର ବାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରେ ଅଥବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅନ୍ୟ ଯେ କୋନ ଉପାର୍ୟେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରଲୋ, ତାକେ ଦିନେର ବାକୀ ସମୟ (ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଓଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପାନାହାର ବର୍ଜନ କରେ ଥାକନ୍ତେ ହବେ । ତଥବା କରନ୍ତେ ହବେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ରୋଯାର କ୍ଳାୟା କରନ୍ତେ ହବେ । ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁରୁ କରାର ପର ବିରତ ଥାକଲେ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନା ହଲେ ରୋଯା କ୍ଳାୟା କରନ୍ତେ ହବେ ନା । ତବେ ଅବଶ୍ୟକ ତଥବା କରନ୍ତେ ହବେ । ରୋଯାଦାରେର ଉଚିତ ସବ ଧରନେର ଘୋନ ଉତ୍ତେଜକ ପଛା ହତେ ଦୂରେ ଥାକା । ମନ ଥେକେ ସବ ଧରନେର କୁଟିତ୍ତା ଦୂର କରେ ଦେଇବା । ତବେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଯାର ଆଗେ ଯେ “ମହୀ” ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବେର ହୟ ତାତେ ରୋଯା ଭଙ୍ଗ ହବେ ନା ।

(୫୪) ଅନିଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଯାର ବମି ହବେ ତାର ରୋଯା ଭଙ୍ଗ ହବେ ନା ଏବଂ କ୍ଳାୟାଓ କରନ୍ତେ ହବେ ନା । ଯେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବମି କରିବେ; ସେମନ: ଗଲାର ଡିତର ଆକ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରିଯେ ବା କୋନ ଦୁର୍ଗର୍ଭ ନାକେ ଟେଲେ ବା ଖାରାପ କୋନ କିଛୁ଱ି ଦିକେ ବାରବାର ନୟର କରେ ବମି ଆନନ୍ଦନ କରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ରୋଯା କ୍ଳାୟା କରନ୍ତେ ହବେ । ଏକ ବାର ବମି କରାର ପର ପୁଣରାୟ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବମି ହଲେ ରୋଯା ଭଙ୍ଗ ହବେ ନା । ଆର ସନ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ପୁଣରାୟ ବମି କରେ, ତାହଲେ ରୋଯା ଭଙ୍ଗ ହୟେ ଯାବେ ।

କାରୋ ଦାତେର ଫାଁକେ ଆଟିକେ ଥାକା ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ - ଦାନା ଯା ଆଲାଦା କରା ବା ଏଡ଼ାନୋ ଯାଇ ନା - ଅନିଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଗିଲେ ଫେଲଲେ ରୋଯା ଭଙ୍ଗ ହବେ ନା । ଏ ସାମାନ୍ୟ କୁନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ - ଦାନା ମୁଖେର ଲାଲାର ସାଥେ

তুলনীয় জিনিস মনে করতে হবে। আর যদি এই খাদ্য - দানা বেশি হয়, সনাত্ত করা যায় এবং নিষ্কেপ করার মত হয়, তা ধূধূর ন্যায় নিষ্কেপ করে ফেলে দিলে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না। ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

মুখে পানি নিয়ে গরগরা করে ফেলে দিলে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না। গলায় ডিজা ডিজা থাকলেও অসুবিধা নেই, কেননা গরগরা করলে এ রকম ডিজা ডিজা অবস্থাটা এড়ানোর উপায় নেই। কারো দস্তমূলে ক্ষত রোগ থাকলে বা মেছওয়াক করা কালে রক্ত বের হলে, রক্ত গিলে ফেলা জায়েয় নয় বরং বাহিরে নিষ্কেপ করে ফেলে দিতে হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় প্রবেশ করলে রোয়ার ক্ষতি হবে না।

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করা মাকরুহ, কেননা স্বাদ দেখতে গিয়ে রোয়াটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনের ধরণ; যেমন : ছোট বাচ্চার জন্য খাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী হলো কিনা তা দেখা (যদি মাঝের জন্য বিকল্প কোন পথ না থাকে)। পাকানো খাদ্য বা ক্রয়কীতি খাদ্যের স্বাদ দেখার প্রয়োজন দেখা দিলে তা চাকা যাবে। আক্ষুণ্ণাহ ইবনে আবুস হতে বর্ণিত আছে :

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا يَأْسٌ أَنْ يَذُوقَ الْحَلْلُ وَالشَّيْءُ يُرِيدُ
شِرَاءً ". (الفتاوى السعودية ، ٢٤٥)

অর্থ : “সিরকা বা অন্য কোন দ্রব্য খরিদ করার সময় স্বাদ দেখা / গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই”।
(৫৫) রোয়ার সময়ও দিনের বেলা সব সময় মেছওয়াক করা সুন্নাত। মেছওয়াক ডিজা হলেও অসুবিধা নেই।

(৫৬) অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষত হলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, কাশির সাথে গলা দিয়ে রক্ত বের হলে অথবা গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করলে বা তেল - পেট্রোল প্রবেশ করলে ইত্যাদি অবস্থায় রোয়া ভঙ্গ হবে না । অনিচ্ছাকৃত ভাবে খুলা - মাটি, ধোয়া, মাছি ইত্যাদি পেটের মধ্যে প্রবেশ করলে রোয়া ভঙ্গ হবে না । মুখের মধ্যে জমাকৃত পুরু - লালা গিলে ফেললেও রোয়া ভঙ্গ হবে না । চোখের পানি গলায় ঢলে গেলে, মাথায় - গায়ে তেল মাখলে এবং আতর সুগন্ধি ব্যবহার করলে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না । দাতের মাজন, পেষ্ট ইত্যাদি দিনের বেলা ব্যবহার না করাই ভাল ।

(৫৭) রোয়াদারের জন্য - সতর্কতার কাজ হল শিংগা না লাগানো । ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে যাকে শিংগা লাগানো হবে তার রোয়া ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যে শিংগা লাগিয়ে দিবে তার রোয়া ভঙ্গ হবে না ।

(৫৮) ধূমপানে রোয়া ভঙ্গ হয় এবং ধূমপান হারাম । ধূমপান ত্যাগ না করে, ধূমপানের কারনে রোয়া না রাখা আরো মারাঞ্চক শুনাহ ।

(৫৯) পানিতে ডুব দেয়া, শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য গায়ে ডিজা কাপড় জড়িয়ে রাখা এবং প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে মাথায় পানি ঢালায় কোন দোষ হবে না । সাতার কাটাতে গিয়ে রোয়া নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাতার কাটা ঠিক হবে না । যে ডুরুরিয়ে কাজ করবে বা যার কাজ পানির মধ্যে সে সতর্ক থাকবে যেন পানি তার পেটের ভিতর প্রবেশ না করে ।

(৬০) রাত পোহায় নাই বা ঘজরের সময় (সকাল) হয় নাই মনে করে, পানাহার বা জ্বী সহবাস করার পর জানা গেল যে, সকাল (ঘজর) হয়ে গেছে, তাতে ঐ ব্যক্তির রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না ।

কেননা কুরআনের আয়াত অনুযায়ী সকাল স্পষ্ট
হওয়া পর্যন্ত পানাহার, সহবাস মুবাহ (বৈধ)।
ইহা ছাড়া সহীহ সনদে ইবনে আবুস (রাদিলাল্লাহ
আনহমা) বলেন :

قَالَ: أَخْلُّ اللَّهُ لَكَ الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ مَا شَكَنْتَ

অর্থ : “সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত, আল্লাহ তোমার
জন্য খাওয়া - দাওয়া হাশাল বা বৈধ রেখেছেন” ।

(৬১) সুর্য ঝুঁটিনি অথচ সুর্য ঝুঁট গেছে ধারণা করে
কেউ যদি ইফতার করে ফেলে, অধিকাংশ
আলেমদের মত হলো উক্ত রোয়ার ক্ষায়া করতে
হবে ; কেননা দিবস অবশিষ্ট থাকাটাই হলো মূল ও
আসল । আর সুত্র হলো, “সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিত ও
মূল কিছু অকার্যকর ও দূরীভূত হয় না” । ইমাম
ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য হলো : এই ব্যক্তিকে ক্ষায়া
আদায় করতে হবে না ।

(৬২) কেউ যদি মনের ভুলে কিছু খায় বা পান করে
এবং মুখের ডিতর খাদ্য - পানীয় থাকাবস্থায় রোয়ার
কথা ব্রহ্ম হওয়ার সাথে সাথে, উক্ত খাদ্য দ্রব্য
বাহির করে ফেলে দেয়, তাহলে তার রোয়া শুক্র
হবে ।

নারীদের সিয়ামের কিছু তত্ত্বম - আহকাম :

(৬৩) কেউ যদি বালেগ হয়েও লজ্জার কারণে সিয়াম
পালন না করে থাকে, তাহলে তাকে থালেছভাবে
তওবা করতে হবে এবং না রাখা রোয়া শুলোর ক্ষায়া
পালন ও প্রতি দিনের বদলে একজন করে মিস্কীন
খাওয়াতে হবে । আল্লাহর তত্ত্বম পালনে লজ্জা করা
ঠিক নয় । আনুরূপ লজ্জার কারণে হায়েয - নিষাস
অবস্থায় রোয়া পালন কারিনীকেও পরবর্তীতে ক্ষায়া
করতে হবে ।

(৬৪) কোন শ্রী লোক স্বামীর উপস্থিতিতে ফরয়
রোয়া ব্যতীত অন্য কোন রোয়া পালন করবে না ।
তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে পালন করা যাবে ।

(৬৫) সন্ধ্যা বা রাতে হায়েথ - নিষ্ঠাস বঙ্গ হয়ে
গেলে রাতেই রোয়ার নিয়ন্ত করতে হবে । গোসল
করার আগেই ফজরের সময় (সকাল) হয়ে গেলেও
রোয়া শুধু হবে ।

(৬৬) নিয়ম অনুযায়ী আগামী ভোরে ঝতুস্নাব হবে
জানা থাকলেও, স্নাব না দেখা পর্যন্ত নিয়ন্তসহ রোয়া
অব্যাহত রাখতে হবে । ঝতুস্নাব দেখার পরই রোয়া
ডঙ্গ করা যাবে ।

(৬৭) কারো ঝতুস্নাব দেখা দিলে তা স্বাভাবিকভাবে
শেষ হতে দেয়া উচিত । আল্লাহর সৃষ্টি ধারাকে
পরিবর্তন না করে আল্লাহর দেয়া নিয়ম সম্মত চিন্তে
গ্রহণ ও তাঁর আদেশের প্রতি দ্যৰ্থহীন শুন্দা প্রদর্শন
করা সকলের কর্তব্য । অতএব কৃত্রিম উপায়ে
স্বাভাবিক ঝতুস্নাব বঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা
বাঞ্ছনীয় । কেননা ইসলামী শরীয়তে, রোয়ার সময়ে
ঝতুস্নাব জনিত ডঙ্গ করা রোয়াগুলো পরবর্তী সময়ে
কুয়া পালন করার স্পষ্ট বিধান আছে । মহানবী
- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সহধর্মীনিগণ
সকলেই ঝতুস্নাব হলে পরবর্তী সময়ে রোয়া গুলোর
কুয়া করতেন । তবে কেউ যদি কৃত্রিম উপায়ে স্নাব
বঙ্গ করে পবিত্র হয়ে রোয়া পালন করে, তাদের
রোয়া আদায়ও শুধু হবে ।

(৬৮) চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে নিষ্ঠাস যেদিন
বঙ্গ হবে সেদিন থেকেই রোয়া পালন এবং (গোসল
করে) নামায শুরু করতে হবে । চল্লিশ দিন পরেও
নিষ্ঠাসের রক্ত দেখা দিলে, ইহা নিষ্ঠাস বলে গন্য
হবে না । অতএব রোয়া - নামায শুরু করতে হবে ।
তবে হায়েথের (ঝতুস্নাবের) নির্দিষ্ট সময়ের সাথে

নিফাসের সময় সংযুক্ত হলে ইহাকে হায়েয
(খতুস্বাব) মনে করতে হবে ।

গর্জপাত ও নিফাস ৪ (১) গর্জস্থিত সভানের শারীরিক কাঠামোতে হাত, পা, মাথা ইত্যাদি কোন একটি অংগ প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পর গর্জপাত হলে; গর্জপাতের পর নিফাস মনে করতে হবে এবং রোয়া রাখবে না । (২) গর্জস্থিত সভানের কোন অংগ প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পূর্বে গর্জপাত হলে, গর্জপাত পরবর্তী স্বাব নিফাস বলে গণ্য হবে না, বরং মোস্তাহায়াহ বলে গণ্য হবে । আর এ ক্ষেত্রে সক্ষম হলে রোয়া পালন করতে হবে । হায়েয - নিফাস ব্যতীত রক্তস্বাবে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না । নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদের খতুস্বাব ব্যতীত " "ইচ্ছেহায়াহ " " কালীন রোয়া সহীহ - শুধু হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ।

(৬৯) গর্জবর্তী ও শন্যদায়িনী নারী রোয়া ভাঙ্গতে পারবে । যদি রোয়া পালনে তার নিজের অথবা কিঞ্চিৎ সভানের ক্ষতি বা জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে । পরবর্তী কালে তাকে একদিনের বদলে একদিন ঐ রোয়া ক্রায়া পালন করতে হবে । মহানবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন :

" إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ
الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " (رواه الترمذى)

"আল্লাহ মুসাফিরদের জন্য রোয়া (স্থগিত) এবং নামায়ের অংশ বিশেষে ছাড় দিয়েছেন, আর গর্জবর্তী ও শন্যদায়িনীর জন্য রোয়া পালনের বাধ্য বাধকতা শিথিল করেছেন " । অর্থাৎ পরবর্তীতে করতে আদায় হবে ।

(৭০) যে জ্ঞী লোকের উপর রোঝা ফরয হয়েছে, তার সম্মতিতে রমাযান দিবসে স্বামী - জ্ঞীতে যৌনব্যার্থ সংঘটিত হলে, উভয়ের উপর একই হকুম কার্যকরী হবে (কৃত্য করতে হবে ও কাফ্ফারা দিতে হবে)। আর স্বামী যদি জোর করে সহবাস করে তাহলে জ্ঞী শুধু কৃত্য আদায় করবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্বামীকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। যে সব পুরুষ লোক নিজেদেরকে সং্যত রাখতে পারে না, তাদের জ্ঞীদের উচিত দূরে দূরে থাকা এবং রমাযান দিবসে সাজ - গোজ না করা।

শেষ কথা ৪

সিয়ামের মাসয়ালা - মাসায়েল সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হলো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে উত্তমভাবে তাঁর ইবাদত, ধিকির ও শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যেন এই মাসে আমাদের সমস্ত শুনাহ মাফ করে দেন এবং জাহানাম থেকে পরিত্রান দেন। নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - তাঁর পরিবার বর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর দরুণ ও সালাম বর্ষিত হোক।

বিঃ দ্রঃ ৪ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার লক্ষ্যে কিছু মাসয়ালা - মাসায়েল বাদ দেয়া হয়েছে এবং সব হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ্যানি।